Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 320–328
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ইসমত্ চুগতাই : মৌলবাদের বিরুদ্ধে, প্রতিরোধে কালবেলার কথাকার

ড. রজত দত্ত
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, পাঁচুড় কলেজ
ইমেল : dutta.rajat29@gmail.com

Keyword
মৌলবাদ, পুরুষতন্ত্র, সমসময়ের অভিঘাত, বিশ্বশান্তির বার্তা, দেশভাগ, যৌনতা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ।

Abstract
ভারতীয় উপমহাদেশের কালবেলার কথাকার ইসমত্ চুগতাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী দেশভাগজনিত সমসময়ের অভিঘাত অর্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের বিচ্ছিন্নতা, দাঙ্গা ও রাজনীতির অবিমিশ্রকারিতায় মানুষের প্রাণহন্তারক হয়ে ওঠা প্রভৃতি এই উপমহাদেশের সমাজকে অবক্ষয়ে জীর্ণ করে তোলে। সময়ের দহন থেকে আপাত স্বস্তি পেতে মানুষ হয়ে ওঠে আরও বেশি ধর্ম-সংস্কারনির্ভর। এই অচলাবস্থায় অতিসক্রিয় রূপ নেয় মৌলবাদ। মৌলবাদ, পিতৃতন্ত্র পারস্পরিক সহাবস্থানে মনুষ্যত্ব, নারীর আত্মবিকাশের পথকে করে সীমাবদ্ধ। এই ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন চুগতাই। নান্দনিক মূল্যবোধ ও নারীবাদী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দৃষ্টিকোণ থেকে একের পর এক গল্প লিখেছেন চুগতাই। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শুধু নারীর অধিকার নিয়ে লড়াই নয়, সমাজকে সুসমঞ্জস্য করাটাই প্রকৃত লড়াই। তাঁর 'পবিত্র কর্তব্য', 'মৌলানা সাহেবের অসুখ' এবং 'আমি ছিলাম নির্বাক' গল্প তিনটি অবলম্বনে স্পষ্ট হয়েছে মৌলবাদের হিংস্র রূপ ও মনুষ্যত্বের সংকট। মৌলবাদের চর্চিত বিকাশ বিশ্লেষণে ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাত্ত্বিক সংশ্লেষণের পাশাপাশি কালবেলার সময়কে প্রত্যক্ষকৃত চুগতাইয়ের দুর্মর সাহসিনী ব্যক্তিত্ব ও জীবনদৃষ্টি অনুভবের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমসময়।কট্টর মানসিকতায় ও সনাতনী অহংকারে মৌলবাদ তার আচরণের ক্রম সম্প্রসারণে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ওপর চালায় নানান অভিসন্ধি। কিন্তু জগতের পরিবর্তনশীলতার ধর্মে যা কিছু অপরিবর্তনীয় তা আসলে ধ্বংসের অভিমুখী। মৌলবাদ প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মূলনীতি ও নির্দেশসমূহের আপসহীন সংরক্ষণ যা বাইরে থেকে আসা বা ঢুকতে চাওয়া অন্য সামাজিক রীতিনীতি বা সময়ের দাবিকে সরাসরি বিরোধিতা করে বা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতেও দ্বিধা করে না। বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা, আধিপত্যবাদ— যা কিছু মৌলবাদী আচরণ; সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রাণ পায়। পর্যবেক্ষণ শক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং মূল্যবোধের জীবনদর্শন চুগতাইকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তববাদী লেখক করে তুলেছিল। তাই যৌনতাকে অবলোকন করেছেন নির্মোহ-ব্যঙ্গপূর্ণ চেতনা দিয়ে। চুগতাইয়ের জীবনদর্শনে প্রতিরোধ্য হয়েছে পরিবেশ-পরিস্থিতির দুর্ভাগ্যে নারী পিতা বা স্বামী বা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই যেন মালিকানাহীন

ভোগ্যপণ্য ধ্বস্ত স্বরূপ। অন্যদিকে নারী কখনো ভবিতব্যের দোহাই অথবা আত্মগ্লানিতে ভগ্নহৃদয় হয়ে অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আত্মহত্যায় বাধ্য হয়। পুরুষের প্রবৃত্তিতাড়িত দুর্মর আচরণকে ধিকৃত করেছেন চুগতাই। এইভাবেই আলোচনায় উন্মোচিত হয়েছে চুগতাইয়ের গল্পের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর আন্তঃসম্পর্কের কথা, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক, স্বাধীনতা পরবর্তী দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর দুরবস্থার ছবি চুগতাইয়ের গল্পগুলির নিটোল বয়নে হয়ে উঠেছে কালবেলার অমোঘ বার্তা এবং শাশ্বত জীবনবেদ।

Discussion

১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাদায়ুনে ইসমত্ চুগতাই-এর জন্ম। তবে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা রাজস্থানের যোধপুরে। দশ ভাই-বোনের মধ্যে ইসমত্ চুগতাই ছিলেন নবম। তাঁর বড়ো ভাই মির্জা আজিম বেগ চুগতাই উর্দু সাহিত্যের অন্যতম কথাকার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। চুগতাই সবসময় স্বীকার করতেন যে তাঁর বড়ো ভাই তার লেখিকা হয়ে ওঠার প্রেরণাদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু দুইজনের জীবনাদর্শ ও তৎসঞ্জাত গল্পের বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। চুগতাই অনেকটাই নিজের মতো করে বড়ো হয়েছিলেন। তাঁর বড়ো দিদিরা যখন তাদের 'ভাবী বর' কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকত, তখন ইসমতের মনে হত গাছে চড়ে পেয়ারা খাওয়া অনেক আনন্দের অথবা বাড়ির পুরুষদের বিয়ের যৌতুক নিয়ে আলোচনা শোনার চেয়ে মুরগির পিছনে দৌড়ানো অনেক মজার। শৈশবের ওই দিনগুলি তাকে সাহায্য করেছিল উন্মুক্ত মনের একজন মানুষ হতে এবং সেই প্রাণনা থেকেই অন্যান্য ভাইয়ের মতো স্কুলে পড়তে যাওয়ার জেদ তৈরি হয়েছিল। স্কুলে পড়তে পড়তেই ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো শেখেন ইসমত। তিনি

> "পর্দা মানতেন না, ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, প্রশ্নহীন আনুগত্য তাঁর স্বভাবে ছিল না, বাবার সম্ভবত সামান্য সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল।"[১]

যখন ক্লাস নাইনে পড়েন তখন চুগতাই-এর বিয়ের ব্যবস্থা হয়, চুগতাই নিজেই পাত্রকে চিঠি লিখে তাঁর অসম্মতির কথা জানান এবং বিয়ে ভেঙে যায়। ১৯৩৬ সালে স্নাতক শ্রেণির ছাত্রী চুগতাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভায় যোগ দেন। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে বি. এ., বি. এড. করে বোম্বেতে স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস হয়েছিলেন চুগতাই। ইউনিভার্সিটি থেকেই যে লেখালেখি শুরু তা ভিন্ন মাত্রা পায় আলিগড়েরই ছাত্র শাহিদ লতিফের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। শাহিদ তখন বোম্বে টকিজের ফিল্মি গল্পকারের কাজ করতেন। চুগতাই-ও তখন থেকেই চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেন। আরও কয়েক বছর পরে ১৯৪১-এ বাড়ির অমতে এই শাহিদকেই বিয়ে করেন চুগতাই।

> "শাহিদ সম্পর্কে চুগতাই লিখছেন— 'পুরুষরা মেয়েদের দেবী বানাতে পারে, তাকে প্রেম দিতে পারে, কিন্তু সমান মর্যাদা দিতে পারে না। ...শাহিদ আমায় তা দিয়েছিল। তাই আমাদের যৌথ জীবনটা সুন্দর হয়েছিল'।"[২]

এই উপমহাদেশের বিখ্যাত উর্দু কথাশিল্পী ইসমত্ চুগতাই ছিলেন বরেণ্য গল্পকার সাদাত হাসান মান্টো ও কৃষণ চন্দরের সমসাময়িক। অর্থাৎ, ভারতীয় উপমহাদেশের কালবেলার কথাকার চুগতাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত তথা এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভকে কেন্দ্র করে যে 'নরসংহার' ও বিচ্ছিন্নতা তা আসলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতিবিদ্বেষের ভয়ানক অবক্ষয়জনিত এক মারণব্যাধি। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মানুষ যারা মূলত হিন্দু-মুসলমান-শিখ ধর্মে বিশ্বাসী তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন শুধু নয়, একে অপরের প্রাণহন্তারক হয়ে ওঠে। অথচ প্রায় অর্ধ সহস্র বছর তারা পাশাপাশি সহমর্মীর মূল্যবোধে এক নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবন কেন্দ্রিক জীবনপ্রবাহে অভ্যস্ত হয়েছিল। পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিকৃতমনা পীড়নের আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নেয় দাঙ্গা, সর্বোপরি দেশভাগ। মুসলিম সম্প্রদায় মনে করে যে হিন্দুর প্রভুত্বের গোঁড়ামির জন্যই দেশভাগ। অন্যদিকে হিন্দুরা মনে করে যে মুসলমানদের 'জীবনাচারে মনুষ্যত্বহীনতা' ও ধর্মের গোঁড়ামি দেশভাগ করেছে। আর শিখধর্মাবলম্বীরা আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারিপার্শ্বিক সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। দেশভাগ, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, রাজনীতির অবিমিশ্রকারিতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষ উপমহাদেশের সমাজকে করে অবক্ষয়ে জীর্ণ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সমসময়ের দহন থেকে বাঁচতে উপমহাদেশের মানুষ হয়ে ওঠে আরও বেশি ধর্ম ও

সংস্কারনির্ভর। এইরূপ অচলবস্থার সংকটে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে মৌলবাদ।

ধর্ম ও পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র পারস্পরিক সহাবস্থানে সমাজ নামক অদৃশ্য অথচ জায়মান প্রতিবেশে সবার আগে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্দিষ্ট করে নারীর স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের পরিসীমা। কবি তসলিমা নাসরিনের 'শাসন' কবিতায় লক্ষণীয় হয় চুগতাইয়ের ভাবাদর্শের প্রতিফলন :

"মানুষ দেখো, মানুষ শোনো চতুর্দিকে ঘিরে
ওরা আমার সুডোল বাহু, কব্জি কেটে নেবে
ওরা আমার জিহ্বা কেটে উদর ফেঁড়ে উপড়ে নেবে চোখ
কণ্ঠনালী চেপে আমার শিরায় দেবে বিষ...
... বন্য মোষ, সাপ ও শার্দুলের ভয়ে নয়
মানুষ হয়ে মানুষ ভয়ে দৌড়ে ফিরি ঘর।"

চুগতাইয়ের গল্পে ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে নারী এক নিখাদ বিষয়। পুরুষ এখানে অত্যাচারী প্রভু, নৃশংস ও নারীর রাজনৈতিক শত্রু। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের বাইরে অস্তিত্বের সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। প্রাচীন মিশরের আইন অনুসারে পুরুষ হত সম্পত্তির মালিক। ওই পুরুষের মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিকানা চলে যেত স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের তত্ত্বাবধানে। তাই সম্পত্তি বেহাত রুখতে সেখানে ভাই-বোনের মধ্যেও বিবাহ প্রথা চালু করেছিল রাজন্য সম্প্রদায়। এই ভারতবর্ষেও যে গো বলয় সেখানে জমিজরিপ ও ভূমিসংস্কার সর্বত্র না হওয়ার ফলে যাদব, সিন্ধিয়াদের কাছে দিগন্তবিস্তৃত ভূমির অধিকার কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। সম্পত্তির বেদখল রুখতে বিধবা বউদিকে দেওয়রের বিবাহরীতি স্পষ্টত বহাল রয়েছে। ব্যক্তি মালিকানা বলে দেয় নারী পুরুষের সম্পত্তি এবং ঘরের চার দেয়ালের আবদ্ধ জমিটুকুই তার বিচরণ ক্ষেত্র। সর্বোপরি, পরিবেশ-পরিস্থিতির দুর্ভাগ্যে নারী পিতা বা স্বামী বা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই যেন মালিকানাহীন পণ্যে পরিণত হয় এবং তখনই পুরুষজাতির একাংশ ওই নারীকে নিয়ে কামক্ষুধা নিবৃত্তির তাড়নায় মত্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নারী কখনো ভবিতব্যের দোহাই দিয়ে আত্মগ্লানিতে ভগ্নহৃদয় হয় নতুবা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আবার, কেউ কেউ গণিকা বৃত্তির পরিচয়ে বেঁচে থাকার আর্তি, তার জীবনতৃষ্ণাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পুরুষ তার পৌরুষের অহংকারকে তৃপ্ত করতে যুদ্ধ করেছে, সাম্রাজ্য দখল করেছে, খুন করেছে, দাঙ্গা করেছে এবং তার সঙ্গেই নারীকে ভোগ করতে ছাড়েনি। তার প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয়েছে সর্বাধিক তাতেই। এইসবের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন ইসমত্ চুগতাই।

যখন ভারতবর্ষ বিভাজিত হল, তখন চুগতাইয়ের বয়স ৩২। তিনি দেখলেন মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকে পাকিস্তানে চলে গেলেও চুগতাই যাননি। তিনি ভারতে থেকেই নান্দনিক মূল্যবোধ ও নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লিখে গেছেন একের পর এক গল্প। নারীবাদী ভাবনার মধ্যেও তিনি নারী-পুরুষের চিরন্তন প্রেমকে শাশ্বত ভেবেছেন, জন্ম হয়েছে অত্যন্ত মনোরম প্রেমের গল্পগুলি। তাঁর উচ্চকণ্ঠ, আবেগদীপ্ত লেখনী সমসময়ের অভিঘাত রূপায়ণে পিছপা হয়নি। পুরোনো ধারণা, সংস্কারকে বদলানোর জন্য তাঁর মনোবল ও মানস কৌশল ছিল প্রবল। মুসলিম নারীদের ওপর নির্যাতন, পর্দাপ্রথা প্রভৃতি বহুবিধ বিতর্কিত বিষয়ে তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা 'বেগুমতি জোভান' রচনার মধ্য দিয়েই তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। অপরিমেয় পর্যবেক্ষণ শক্তি, বাস্তবতার নিরিখে নিজের পরিবার-পরিজনদের বিচার করা এবং আত্মোপলব্ধির নিরপেক্ষতায় তা ভাষাবহ করে তোলা, চুগতাইয়ের আগে উর্দু সাহিত্যে ঘটেনি। তাঁর এই প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথে সাক্ষী হিসেবে পেয়েছিলেন মান্টো, রশিদ জাহান, ওয়াজেদা তাবাসসুম ও কুররাতুলাইন হায়দারের মতো কথাশিল্পীদের; উর্দু সাহিত্যে প্রগতিবাদী আন্দোলনের সূচনা এইসময় থেকেই। **১৯৩২** সালের ডিসেম্বর মাসে উর্দু ভাষায় 'অঙ্গারে' নামক একটি গল্প সংকলনে লেখক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজ্জাদ জাহির, আহমেদ আলি, রশিদ জেহান এবং মেহেমুদ জাফর। **১৯৩৩**-এর এপ্রিল মাসে 'অঙ্গারে' গল্পগ্রন্থটি একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়। এরপর থেকেই সমসময়ের অভিঘাতে উর্দু সাহিত্যে মুক্তমনের বা প্রগতিশীলতার চর্চা শুরু হয়ে যায়।

মৌলবাদ 'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি' বা পূর্ববিধানে বিশ্বাসী। পূর্বের ন্যায় করবার যে বিধান, তাই-ই পূর্ববিধান অথবা

ইতিপূর্বে যা ঘটেনি তা অসত্য বা সত্য নয়। যা আগে ঘটেনি বা নতুন যা কিছু তা পূর্বের কোনোকিছুর 'ন্যায়' নয় বলেই তা অন্যায়। তাই আবিষ্কারের ঘোরতর বিরোধী মৌলবাদ। পুরাতনকে নিশ্চিত ভেবে এক নিশ্চিন্ত বা রক্ষণশীল প্রথার জীবন অতিবাহিতকরণে মৌলবাদ সচেষ্ট হয়। অতীতের ন্যায় অবিকৃত জীবনপ্রবাহ বজায় রাখতে মৌলবাদ কোনোরকম ঝুঁকি নেয় না অর্থাৎ তার নিজের দুর্বলতাও তার কাছে স্পষ্ট। কট্টর মানসিকতায় মৌলবাদ নিজেকে জয়ী ভাবলেও অথবা মৌলবাদী আচরণের ক্রমপ্রসারণে সে নিজেকে সজীব মনে করলেও সময়ের বিচারে বা জগতের পরিবর্তনশীলতার ধর্মে পরিবর্তনহীন এই প্রবাহ একদিন নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। অতীত মানুষের কাছে সদা শিক্ষণীয় কিন্তু মানুষ স্মৃতিবাহক জীব হওয়া সত্ত্বেও তার অতীত আঁকড়ে জীবন চলে না। মৌলবাদের তত্ত্বগত স্বরূপ কলিম খানের কথায়—

> "মৌলবাদ একটি বিকৃত মানবিক জীবননীতি। আগে যেভাবে সফল হওয়া গিয়েছিল, পরে ঠিক তেমনটি করবার যে নীতি তাকে মৌলবাদ বলে। এ হল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'একই কর্মের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি'র নীতি। একে 'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি', 'আচারের পুনরাবৃত্তি', 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি' ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। মূলের অনুগামী বলে, অর্থাৎ মূলানুগ বলেই এর নাম মৌলবাদ।"[৩]

রাজনীতির অভিধানে 'মৌলবাদ' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে কোনও ধর্মের অন্তর্গত সেইসব মূলনীতি ও নির্দেশসমূহের আপসহীন সংরক্ষণ, যেগুলির ভিত্তিতে সেই ধর্ম গড়ে উঠেছে এবং বাইরে থেকে অন্য কোনও সামাজিক ও নৈতিক রীতিনীতি সঞ্চারের বিরোধিতা করা। প্রকৃতপক্ষে এ এক অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার মানস-প্রস্তুতি! বন্ধনহীন এইরূপ অসীম স্বাধীনতাকে নৈরাজ্যবাদ বলে।

বিশুদ্ধ জ্ঞানহীন বা চেতনারহিত মানুষ মৌলবাদী হতে বাধ্য; কেন-না মৌলবাদ মানুষকে 'অবিশেষে দেখতে' বাধ্য করে। প্রাচীন ভারতে শ্রম-বিভাজন করেই সাধারণের অজ্ঞানে তৈরি হয়েছিল জাতি-বিভাজন, গোত্র-বিভাজন। শ্রম-বিভাজন হলে জ্ঞানও বিভাজিত হবে, তখন মানুষকে 'পশু' বানাতে সুবিধা হবে; পক্ষান্তরে মৌলবাদের হাত শক্ত হবে—মানুষ 'বিশেষে' দেখার শক্তি হারাবে। আত্মাভিমানে মদমত্ত মৌলবাদ চিরাভ্যাসের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে মানুষকে 'পশু'তে পরিণত করে। তখন সে আর প্রশ্ন করে না, কেবল 'অবিশেষে দেখে'। ক্রমে সে 'উত্তম পশু' ('যে নিত্য নিত্য দুর্গাপূজা শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা অবশ্যই করিয়া থাকে তাহাকে উত্তম পশু কহে' দ্র. বঙ্গীয় শব্দকোষ : হ. চ. বন্দ্যোপাধ্যায়)-তে পরিণত হয়। সে একই রুটিনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।[৪] যদিও মৌলবাদ বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণ আইনসিদ্ধ! আসলে এই পৃথিবীর (মানুষ সৃষ্ট জগৎ) অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত চিরন্তন মানবিক জীবননীতি, যাকে 'ন্যাচারাল পারফেকশান' বা 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি' নীতি বলা হয়। মৌলবাদের বিকৃত জীবননীতির বিপরীতে 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি' অনুসরণ করেই মানুষ পশুকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই স্বাভাবিক বিশুদ্ধতায় পূর্ববিধান অস্বীকার করা না হলেও ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয় এবং মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ববিধানকে নব বিধানে পরিণত করে। এইভাবেই মানুষ প্রকৃত সুন্দরের টানে এগোতে থাকে বা সভ্যতার অগ্রগতি হয়—

> "সত্যম-শিবম্-সুন্দরমের এই চক্রটিকে মৌলবাদ চলতে দেয় না। নববিধান উদ্ভবের সুযোগ স্বরূপ যে স্বাধীনতা, তাকে সে খর্ব করে। নিজ নতুন উপায় আবিষ্কারের পথ সে রুদ্ধ করে। ...নিত্য নতুন জ্ঞানের সংযুক্তিকে এইভাবে আটকে রাখলে মানুষের জ্ঞানের দিকের গোড়াটা কাটা পড়ে। আর 'জ্ঞানের দিকের গোড়াটা কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনিই শুকাইয়া যায়, তখন আর বেশি কিছু করিতে হয় না, শূদ্রের (মানুষের) মাথা আপনিই নত হইয়া ব্রাহ্মণের (মৌলবাদীর) পদব্রজে আসিয়া ঠেকে।' (রবীন্দ্রনাথ ও কালান্তর)।"[৫]

অতএব, একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক মৌলবাদী জীবন নীতি সভ্যতার অগ্রগতির অন্তরায়। সুতরাং মৌলবাদ কেবলমাত্র ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মৌলবাদকেই বোঝায় না। দেশে-কালে সর্বত্র 'পূর্ব বিধানই চূড়ান্ত' ঘোষণাই মৌলবাদের শাসন তৈরি করে। সমাজ-সংসারে পুরুষতন্ত্র, আন্তর্জাতিকতায় উগ্র সাম্রাজ্যবাদ ও অন্ধ জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি কলঙ্কিত করে মানবধর্মকে তাই বিশুদ্ধবাদী জীবননীতি-ই পারে মানুষ ও তার সমাজকে জাড্যধর্ম থেকে মুক্তি দিতে এবং ব্যক্তির আত্মগত ধর্ম বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। পূর্ববিধান থেকে নববিধান বা মৌলবাদ থেকে বিশুদ্ধিবাদ, আবার বিশুদ্ধিবাদের মৌলবাদী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, তারপর আবার নববিধান— এইভাবেই আমাদের 'একার্ণব' বা 'সামাজিক বিগ ব্যাং'-এর দিকে এগিয়ে চলা। বিশ শতকের প্রথমার্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধজনিত সন্ত্রাস ও উগ্র জাতীয়তাবাদের

মৌলবাদী আগ্রাসন দেখে আইনস্টাইনের পদক্ষেপ ছিল এইরকম— "১৯৩২ সালে ৩০ জুলাই একটি চিঠিতে আইনস্টাইন ফ্রয়েডের কাছে একটি রাষ্ট্র সম্মিলন গড়ে তোলার কথা উত্থাপন করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, যুদ্ধ-বিরোধ বন্ধ করতে হলে আন্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে এমন একটি অতিরাষ্ট্রিক সংস্থা গড়ে তুলতে হবে যার মধ্যস্থতা সব রাষ্ট্র মান্য করবে। এই চিঠি যখন আইনস্টাইন লেখেন তখনও পারমানবিক অস্ত্র অনেক দূরে। এই চিঠির অনেক কাল পরে, যুদ্ধ শেষে শ্মশানের শান্তির দিনে ১৯৪৮ সালে আইনস্টাইন আবার সেই আগের অভিমতই ব্যক্ত করলেন :

"There is only path to peace and security : The path of super national organizations..."[৬]
বিশুদ্ধ জীবনভাবনা ও মানবমুক্তির প্রাণনা থেকেই এমন বক্তব্য উৎসারিত হয়। বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা, আধিপত্যবাদ যখন মৌলবাদের প্রশ্রয়ে মনুষ্যত্বহীনতার জিগির তোলে তখন শিল্পী-সাহিত্যিক-বিদ্বজ্জনদের দায় ও দায়িত্ব যায় বেড়ে এবং সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই তাঁদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রাণ পায়। প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণে আসে উর্দু সাহিত্যের অন্যতম কথাকার ইসমত্ চুগতাইয়ের নাম। আইনস্টাইন কথিত বিশ্বশান্তির বার্তা যা দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত এবং সকল মৌলবাদ বিরোধী, তা-ই চুগতাইয়ের বিভিন্ন গল্পের বিষয়বস্তুর পটভূমিকায় সংশ্লিষ্ট থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

ইসমত্ চুগতাই নিজেকে সবসময় বাস্তববাদী লেখিকা বলে দাবি করতেন। সমসময়ের প্রেমঘটিত আবেগঘন রোমান্টিক উপন্যাস তাঁর কাছে ছিল হাস্যকর। প্রগতিশীল শিবিরের চুগতাই ছিলেন 'ইস্লাহ্ পসন্দ'। সামাজিক বৈষম্য বিশেষত নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্রের অন্যায় বা মৌলবাদের একাধিপত্য নিয়ে লিখতে গিয়ে চুগতাই পাঠকদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা রেখেছেন প্রতিটি গল্পেই। আবার তাঁর গল্পের সজীবতা ও প্রাণধর্ম তা তাঁর নারীসত্তা ও পুরুষের ন্যায় মুক্ত জীবনযাপন— দ্বৈত ভাবাদর্শজাত। সাদাত হোসেন মান্টো তাঁর গল্প সম্পর্কে বলেছিলেন,

> "ইসমতের নারীসত্তা এবং পুরুষ প্রকৃতির মাঝে আজব ধরনের জেদ ও অসংগতি বিদ্যমান। হয়তো প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন কিন্তু প্রকাশ্যে অনীহা প্রকাশ করে চলেছেন। চুমোর জন্য হয়তো মন আকুতি জানাচ্ছে কিন্তু চুমোর বদলে সে গালে সুঁই চালিয়ে দিয়ে মজা দেখবেন।"[৭]

১৯৩৯ সালে নাটক 'ফাসাদি' ('The troublemaker') রচনার মধ্য দিয়ে চুগতাইয়ের সাহিত্য জীবনের সূচনা হয়, 'সাকি' (Saqi) পত্রিকার জন্য। ১৯৩৮-এ তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'কাফির' প্রকাশ পায়। ওই সময় পরপর লেখেন 'গেলা', 'বচপন', 'ধীত' প্রভৃতি। ১৯৪১ সালে 'কল্যাণ' ও ১৯৪২ সালে 'কটেন' নামক দুটি গল্পগ্রন্থও প্রকাশ পায়। ১৯৪২-এ 'আদাব-ই-লতিফ' সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 'লাহাফ' ('লেপ') গল্পটি চুগতাইকে যুগপৎ জনপ্রিয়তা ও সমালোচনার মধ্যে ফেলে দেয়। সমালোচক বলেছেন চুগতাইয়ের 'লাহাফ' উর্দু ছোটোগল্পের জগতে একটি 'ব্রেক্থ্রু'। গল্পটি নারীর সমকাম বা 'লেসবিয়ানিজম্' নিয়ে লেখা। গল্পটি অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়; যদিও বিপরীতে গল্পটি মাজনুম গোরখপুর, কৃষাণ চন্দর এবং সাদাত হাসান মান্টো-র দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। চুগতাইও কখনো ভীত হননি।

পুরুষতন্ত্র ও মৌলবাদের 'হিজাফ'কে ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন চুগতাই। নারী-পুরুষের যৌনতা নিয়ে তিনি প্রকাশ্য মত প্রকাশ করেন। মধ্যবিত্ত, বিধবা, বেশ্যা ও প্রান্তিক মহিলাদের জীবনকথা লিখতে গিয়ে চুগতাই মহিলাদের গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা লিখতে ভোলেননি। বহুক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের আদর্শ-লজ্জা-নীতি-নীরবতার আস্তরণ খুলে দিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষার মুক্তি ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে নিম্নবিত্ত নারীরা তাঁর গল্পে গোপন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে দ্বিধাহীন। সর্বোপরি, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে চিরাচরিত ঘৃণার বহুচর্চিত জীবনবেদ তাকে ব্যঙ্গ করেছেন নির্লিপ্ত স্বভাবে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির অন্তঃস্থিত অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করেছেন শিল্পের ব্যক্তিনিরপেক্ষ চর্চার অকুতোভয়ে—

> "আমার কলম কোন শিল্পীর তুলি নয় বরং সাধারণ ক্যামেরা। যা প্রকৃত বাস্তবতাকে চিত্রায়িত করে। কলম আমার হাতে অসহায়, কারণ আমার মন একে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমার মন আর কলমের মাঝে কোনকিছুই বাধা হতে পারে না... সাইকোলজি এবং মেডিকেল কোর্সে যেসব বই নির্দিষ্ট থাকে, চাইলে লোকে তাকেও অশ্লীল বলতে পারে।"[৮]

এমন ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় 'লাহাফ' ('লেপ') গল্পটি। নারীর সমকাম তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজচক্ষুর গোপনে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পথ মাত্র, সেই পুরুষতন্ত্র 'লাহাফ' গল্পটির শেষ কয়েকটি বাক্য ও 'আশিক'-এর মতো কয়েকটি শব্দের জন্য

অশ্লীলতার দায়ে ১৯৪৪-এ চুগতাইকে পাকিস্তানের লাহোরে আদালতের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

প্রকৃতপক্ষে, যৌনতার ব্যাপারে হেনস্থা করা (নিষিদ্ধ করণ) এবং বিপরীতে হেনস্থার মান্যতা (রাষ্ট্রকে মুচলেকা দান)— এই দুইয়ের মধ্যে কার্যকরী ভূমিকা নেয় লজ্জাবোধ, যা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট। পুরুষতন্ত্রের এই কৌশলের বৌদ্ধিক চাতুর্য বুঝতে না পেরে নারী হয় সর্বাধিক যৌনলাঞ্ছিত এবং ব্যভিচারী নামে কলঙ্কিত। মানুষের কৌমজীবনে ব্যক্তিমালিকানার জন্মলগ্নেই নারী-পুরুষের যৌন ভাবনায় অসম ব্যবহার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তির মালিকানা সংরক্ষণ করতেই সেদিন নারীর বহুগামিতা নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে একে নথিবদ্ধ করে পাদরিরা বা চার্চগুলি। তাদের সুরে সুরে মেলাতে দেখেছি মার্ক্সীয়পন্থীদের। যৌনতার সুষম ব্যবহার বলতে মার্ক্সীয়পন্থীরা বলেন যে : যৌনতাও ব্যক্তিমালিকানার অংশ অতএব একে ভোগের অংশ হিসেবেই দেখা উচিত। এইভাবেই বহুকালের যৌনতার অবদমিত চর্চা এবং পুরুষতন্ত্রের এক পাক্ষিক মনোকল্পে যৌনতা হয়েছে খাঁচাবন্দি ক্ষুধার্ত পশু। যে প্রায় গোটা সমাজকেই গিলে ফেলতে যায়। এই কার্যকারণ সূত্রেই মেয়ে-পাচার, শিশু নিগ্রহ, চোরাকারবার, বেশ্যাগাছি ইত্যাদি সামাজিক অনাচার ও ভদ্রসমাজকৃত নষ্টামি স্খলনের পথ নির্মিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজের এই চারিত্র্য ইসমত্ চুগতাইয়ের গল্পগুলিতে ভীষণ প্রাসঙ্গিক—

> "আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'পৃথিবীটাও নোংরাতে ভর্তি, সেগুলো তুলে আনার কি প্রয়োজন? বললাম, তুলে আনা হলে তবেই সেটা দৃষ্টিগোচর হয়, আর মানুষ সেটা পরিষ্কার করার প্রয়োজন বোধ করে' বিচারক হাসলেন।"[৯]

চুগতাই বিশ্বাস করতেন যে একজন নারী হিসেবে শুধু নারীর অধিকার নিয়ে লড়াই যথেষ্ট নয়, সমাজটাকে সুসমঞ্জস্য করাটাই প্রকৃত লড়াই। তাই চুগতাইয়ের গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে—

> "সমস্ত ধর্মই হলো ঈশ্বরের দান, সমগ্র মানবতার সম্পদ হলো ধর্ম (চুগতাইয়ের গল্প 'পবিত্র কর্তব্য'), ...ধর্মীয় কুসংস্কারের নিন্দা করতে হবে ('মৌলানা সাহেবের অসুখ') তেমনই, গোষ্ঠীবদ্ধতার পেছনে যে নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে ('আমি ছিলাম নির্বাক')।"[১০]

উন্নত মানসিকতা ও অসীম ধৈর্য চুগতাইকে নির্মম হতে শিখিয়েছিল।

চুগতাইয়ের একটি বিখ্যাত এবং বহু সমালোচিত গল্প 'মুকদ্দস ফর্জ' ('পবিত্র কর্তব্য')। মৌলবী সিদ্দিকি সাহেব মেয়ে শামিনার বিয়ের আয়োজনে খুব ব্যস্ত ছিলেন। শামিনা বিএসসি পাশ করে আরও পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও বাবার ধমকানিতে বিয়েতে রাজি হয়। কিন্তু বিয়ের আগের দিন সে বন্ধু তুষার ত্রিবেদীকে 'সিভিল ম্যারেজ' করে নেয়। এই খবর সিদ্দিকি সাহেবের কানে পৌঁছতেই তাঁর মৌলবাদের দাঁত-নখ বেরিয়ে পড়ে। যে সিদ্দিকি সাহেব পরিচিত ছিলেন ইমানদার, পরধর্মসহিষ্ণু মানুষ হিসেবে তিনি-ই নিজের মেয়ে-জামাইকে একইসঙ্গে খুন করে ফেলতে চাইলেন, সঙ্গে ছিলেন তার বেগম— শামিনার মা। অন্যদিকে তুষারের বাবা ছেলে-বৌমাকে গঙ্গা স্নান করিয়ে, হিন্দু মতে ধুমধাম করে বিয়ে দেন। শেঠজীও খুব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। চুগতাই ধর্মপ্রাণ সিদ্দিকির অবস্থান ব্যাখ্যা করেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে—

> "এখন তার বিশ্বাস জন্মেছে যে এটা হিন্দুদেরই দেশ। পাকিস্তান থেকে তাঁর জন্য কত ভালো ভালো চাকরির অফার এসেছিল। নিজের জেদের বশে যাননি, খুব প্রগতিশীল ভাবসাব করতেন, বলতেন, 'আমি নিজের দেশ ছেড়ে যেতে পারব না। যে মাটিতে জন্ম নিয়েছি সেখানেই কবর হবে এই কামনা করি'।"[১১]

সিদ্দিকি এলাহাবাদে গিয়ে পৌঁছান তুষারের বাবা শেঠজীর কাছে। বিনম্রভাবে সিদ্দিকি পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাব দেখিয়ে, সকল হিন্দু রীতি-রেওয়াজে অংশ নিয়ে শেষমেশ মেয়ে-জামাইকে নিজের বাড়িতে বিবাহপরবর্তী অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেন। শেঠজী 'কিং মেকার' নামে সুপরিচিত থাকলেও সিদ্দিকি সাহেবের 'ভান'-এর সত্য অনুধাবন করতে পারেননি। সিদ্দিকির বাড়িতে এসে তুষারকে মুসলমান হওয়ার কথা বললে সে আকাশ থেকে পড়ে। আর মেয়ে শামিনা বলে যে সে আর মুসলমান হবে না। চুগতাইয়ের অসাধারণ বর্ণনায় তৈরি হয় এক 'সিরিও কমিক' আবহ। তুষার অবস্থা বুঝে মুসলমান হতে রাজি হয়ে যায় এবং অনেক কষ্টে শামিনাকেও রাজি করায়। দিল্লির সব কাগজে নব দম্পতির পুনর্বিবাহের সংবাদ ছবিসহ প্রকাশ পেল। পরের দিন তুষার-শামিনার বোম্বে হয়ে ইংল্যান্ড রওনা হওয়ার কথা। হোটেলে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। যথাসময়ে মেয়ে-জামাইকে বিদায় জানানোর জন্য সিদ্দিকি ও বেগম বেশ নিশ্চিন্ত মনে হোটেলে যান। হোটেলের কাউন্টার ক্লার্ক তাদের জানায় যে তুষার-শামিনা সেখানে নেই এবং রেখে গেছে একটি চিঠি। চিঠিতে তুষার যা লিখেছিল তার মূলকথা হল যে তারা আর এলাহাবাদেও ফিরছে না, কারণ সেখানেও 'একজন পয়লা

নম্বরের জেদি বাপ' আর 'চোখের জলে প্লাবিত মা' রয়েছেন এবং তাদের 'প্রেমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন' শামিনা লিখেছিল, 'আমি বাবাকে (শেঠজি) বলে দিয়েছি, আপনিও শুনে রাখুন, আমাদের কোনও বিশেষ ধর্ম নেই। সমস্ত ধর্মই হল ঈশ্বরের দান। সমগ্র মানবতার সম্পদ হল ধর্ম।' শামিনা তার আব্বাকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে 'আপনি আমাদের নিয়ে যথেষ্ট তামাশা করেছেন। দারুণ ভালো বাবা-মা আপনারা, সন্তানদের যখন ইচ্ছে যে কোনও তালে সং-এর নাচ নাচান।' এরপর ইসমত্‌ চুগতাই-এর সম্প্রদায় বিরোধী অবস্থানের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রগাঢ় বিশ্লেষণী ক্ষমতা নিয়ে ইসমত্‌ চুগতাই উপলব্ধি করেছিলেন ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক বোঝাপড়া, ধর্ম অধিকাংশে সুবিধাবাদীদের বিচরণ ক্ষেত্র এবং সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সম্ভাবনাকে অন্ধকারে বিসর্জন দিয়ে যুগযুগ ধরে কেবল সংস্কার-কুসংস্কারে জীর্ণ একটা অন্ধকূপ সমাজ গড়াই লক্ষ্য। এমন ভাবনা থেকেই চুগতাই লিখেছিলেন 'তীসরা দৌরা' ('মৌলবি সাহেবের অসুখ')। প্রথমবার যখন মৌলবি সাহেব মৃগী রোগে আক্রান্ত হন তখন মৌলবাইনের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল, কারণ—

> "পাকিস্তানে যাবারও আর উপায় ছিল না, সেখানে তালা পড়ে গিয়েছিল। ওদিকে একজনের বেশি স্ত্রী করার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল, অধর্মের আর কিছু বাকি ছিল না। বিয়ে শাদি দিয়ে মৌলবি যে দুটো পয়সা রোজগার করবেন তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"[১২]

যাই হোক, মৌলবির সমব্যথীদের মধ্যে জুতো ভিজিয়ে মৌলবিকে শোকানো থেকে শুরু করে খুলির অপারেশনের মধ্যে কোনটা বেশি কার্যকরী— এমন বিষয়ে তর্ক জমে উঠেছিল খুব। জনৈক মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানে বচ্চন সাহেব আসাতে 'মৌলবি রফাকৎ-এর ফিটের মূল্য' কয়েকগুণ যায় বেড়ে, বচ্চন সাহেব বাড়িতেই হাসপাতালের সকল বন্দোবস্ত করে দেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন বাড়িতে মৌলবিদের স্থানান্তর হল। মিউনিসিপ্যালিটির ভূমিকায় খবরের কাগজে লেখা হল যে একজন ধর্মপ্রাণ দরিদ্র মৌলবির এমন দেখভালে বোঝা যায় যে সাধারণ মানুষ কত ভালো অবস্থায় রয়েছে। মৌলবি সাহেবের দ্বিতীয়বার ফিটের সময় বচ্চন সাহেব নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও তিনি গড়ে দিলেন 'মৌলবি রফাকৎ কমিটি' এবং বসীর মিঞা সেই সুযোগে নিজের নামের শেষাংশ উড়িয়ে দিয়ে জুড়ে নিলেন 'আহমদ ফারুকি'। এতদিনেও কেন মৌলবিকে পদ্মশ্রী খেতাব দেওয়া হয়নি, এমন আলোচনা শুরু হল 'মৌলবি কমিটি'র বাৎসরিক বৈঠকে এবং সকলেই মৌলবিকে সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বচ্চন সাহেব ও রফাকৎ কমিটি 'রফাকৎ ডে' আয়োজন করল, ফিল্মস্টার এনে জলসা আর কবি সম্মেলন করে কমিটির 'লালে লাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা'র স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। দুইবার 'ফিটের' পর মৌলবির চেহারা উজ্জ্বল হতে শুরু করেছিল। মৌলবাইনও সকলের পীড়াপীড়িতে সাজগোজ করা শুরু করেছিলেন এবং 'হিজাব' ত্যাগ করলেন। মৌলবি সাহেব অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর 'পান করা' শুরু করেছিলেন এবং মৌলবির বহু অনুরোধের পর মৌলবাইনও গ্লাস মুখে ঠেকিয়ে ঠোঁট এঁটো করতেন। তারপর মৌলবাইন মৌলবির ক্লান্তির সুযোগে নিজেই অনুষ্ঠানে মঞ্চ অলংকৃত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মৌলবাইনের নিজস্ব একটা 'পোজিশন' তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এসবের পরেও উর্দু ভাষার প্রতি অবহেলার কারণে মিছিল মিটিং করে আরও মানুষের সমর্থন পাওয়া শুরু হল। মৌলবাইনও সেই সূত্রে 'পয়লা নম্বর উর্দু জানা মহিলা' হিসেবে পরিচিত হতে পারলেন। তারপর বচ্চন সাহেবও 'মিনিস্টার' হয়ে বসেছিলেন। সে দু'হাতে টাকা রোজগার করছিলেন এবং তার কথার খেলাপও দিন দিন বাড়তে শুরু করেছিল। মৌলবি সাহেব হা-হুতাশ করতেন। মৌলবাইন অবশ্য মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে মৌলবি সাহেবের তৃতীয় 'ফিটের' প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন, তাহলে আল্লার কৃপায় ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন! কিন্তু তৃতীয় 'ফিটের' কথা শুনলেই মৌলবি সাহেবের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যেত— 'তৃতীয় পক্ষ আর তৃতীয়বারের ধাক্কা কারোরই সয় না।'

'ম্যায় চুপ রহা' ('আমি ছিলাম নির্বাক') গল্পে চুগতাই নিজেই একটি চরিত্ররূপে উপস্থিত। আজমের শরীফ থেকে ফেরার পথে চুগতাইয়ের আলাপ হয় দুই সহযাত্রী ট্রেনযাত্রী মহিলার সঙ্গে। তিনজনের কথোপকথনে কোনো কাহিনি নয়, দেশ-কালের কথার মধ্যেই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যায় সমসময়ের অভিঘাত। প্রথমদিকে চুগতাই ছিলেন কেবল শ্রোতা, কিছুক্ষণ পর তাদের আলাপে যোগ দেন। স্বাধীন ভারতের পটভূমিতে উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু করে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর আন্তঃসম্পর্কের কথা, সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকারের কর্তব্য, সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক, উপনিবেশ পরবর্তী জীবনে

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সাধারণ মানুষদের অবস্থা ও সংকট, আমেরিকা-ভিয়েতনামের যুদ্ধ প্রসঙ্গ, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের তুলনা প্রভৃতি। তাদের সংলাপ ছিল এইরকম—

"...'যা হোক, সংখ্যলঘুদের জন্য কমিশন যখন বসানো হয়েছে, তখন—'
... 'এই জন্য যে তাদের অধিকার রক্ষা হচ্ছে না। তাদের ওপর জুলুম হচ্ছে, রোজগার নেই, দারিদ্র্য, অসুখ, অশিক্ষা...'
... 'তারাই তো এদেশে সংখ্যায় বেশি, আর তুমি বলছো সংখ্যালঘুদের ওপর কমিশন বসেছে।'
... 'কিন্তু ওরা ওদিকে জনতা সরকারের কথা বলে আপশোশ করা শুরু করেছিলেন।'
'তাহলেও ভয় দেখায়। আমাকে অবশ্য অনেক কথা বলেছিল, এই হবে ওই হবে। রামরাজ্য হবে।'
...'সংখ্যালঘু তো আসলে মালিকরাই। তাদের রাজত্ব। ওদের বাঁচাবার জন্যই কমিশন বসছে।'
...'খুব দ্রুত সবকিছু ঘটে যাচ্ছে না! সঞ্চয় বাড়ছে, নতুন নতুন কারখানা খোলা হচ্ছে, ফ্যাক্টরি চলছে।'
...'লোকে পলকে তুড়ি মেরে কোটিপতি হতে চাইছে। প্রথমে বৃটিশ ছিল, তারা লুঠতো...'
...'তাহলে ইউরোপ আমেরিকার লোকজন কী করে উন্নতি করছে?'
...'এই নিগ্রোদের বিয়ে করবারও অধিকার ছিল না, শুধু বাচ্চার জন্ম দিয়ে যেতে হতো, যাদের মালিকের মর্জি অনুযায়ী কেনাবেচা চলত।'
...'হায় আল্লা, আমেরিকার সেনাবাহিনীর ছেলেগুলো কি পাগল নাকি?' 'হ্যাঁ, এই পাগলরাই আমেরিকার সব শক্তির মূলে।'
...'টাকার জন্য ওরা নিজেদের মা-বোনকে পর্যন্ত বেচে দেয়।'
...'পৃথিবীতে আজ অবধি কোনও লড়াই-ই আসলে ধর্মের জন্য লড়া হয়নি, সবগুলোতেই জমি জায়গা দখলটাই মূল লক্ষ্য ছিল।'
...'ঈশ্বর এই জুলুমবাজদের কব্জায় রয়েছেন। তাঁর মসজিদ মন্দিরের মিনারে সোনার কলসগুলো কারা বসিয়েছে?'"[১২]

এরপর চুগতাই জানতে পারলেন ওদের খ্বাজার দরগায় মানত করার কথা আর নিজের সম্পর্কে স্বীকার করলেন এক অকপট সত্য—

"আমার স্বর্গের দুধের নদী আর মহার্ঘ মহলের শখ নেই। তাই হয়ত নিজের শিল্প ক্ষমতাকেও বিক্রি করতে পারি না।"[১৩]

কমিশন বসিয়ে সংখ্যালঘুদের আদৌ কিছু হবে কি-না, এব্যাপারে সহযাত্রী দুই মহিলা ছিলেন ভীষণ সন্দিগ্ধ। চুগতাই নিজ বিশ্বাস থেকে তাদের বোঝাচ্ছিলেন, চিফ কমান্ডার লতিফ, চিফ জাস্টিস হিদায়েতুল্লা, মৌলানা আজাদ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের উত্থানের কথা। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘুর প্রকৃত উন্নয়ন না ঘটলে ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে তাদের বিচ্ছিন্নতা বোধ কাটে না। গল্পের শেষাংশে ঘটে গেল এক নাটকীয় দৃশ্য! প্রেম সিং চুগতাইকে 'আন্টি' সম্বোধন করে সলমা-র খোঁজ চাইছিল। পম্পি (প্রেম সিং) চলে গেলে 'আমার সহযাত্রিণীরা সন্দিগ্ধ চোখে আমায় দেখতে লাগলেন।' একজন প্রশ্ন করল 'আপনি শিখ?' এবং 'আমি বুঝতে পারলাম না নিজের ঠিক কী পরিচয় দেব। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।'

একদা রেডিও পাকিস্তানের কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎকারে চুগতাই বলেছিলেন, তিনি এসেছেন এমন এক পরিবার থেকে যেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সবাই শান্তিতে বসবাস করে। তিনি শুধু কোরান-ই পড়েন না, একইরকম খোলা মনোভাব নিয়ে গীতা আর বাইবেলও পড়েন। তিনি শার্মো হায়া শিয়াসের পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। লজ্জাকে তিনি নারীর অলংকার বলেছেন এবং পুরুষদের সৌন্দর্যের জন্য তাদের প্রশংসাও করেছেন। তিনি এই মানসিকতা নিয়েই সকল মৌলবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। 'নারী চেংগিস খান'-এর মতো তিনি উর্দু সাহিত্যের যুদ্ধক্ষেত্রের এক অনন্য কিংবদন্তি।

তথ্যসূত্র :

১. সঞ্চারী সেন, "ইসমত্ চুগতাই (১৯১৫-১৯৯১)", 'নির্বাচিত গল্প : ইসমত চুগতাই', তৃতীয় উর্বী সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ : ২০০০, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ১৭
২. সঞ্চারী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩. কলিম খান, ''মৌলবাদ : তত্ত্ব : অর্থাপত্তি'', 'মৌলবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে', দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, কলকাতা, কৌরব প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ১৫

৪. কলিম খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৫. প্রাগুক্ত

৬. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ''ধর্মসংকট ও ধর্ম নিয়ে জিজ্ঞাসা'', দেশ, দ্র. সাগরময় ঘোষ (সম্পা), বর্ষ ৬১ সংখ্যা ১০, ১২ মার্চ ১৯৯৪, পৃ. ৪৬

৭. সাদাত হাসান মান্টো, ''ইসমত চুঘতাই'', অনুবাদক : দেবাশিস মজুমদার, নিউজবাংলাদেশ. কম, প্রকাশ : বুধবার ১১ মে ২০১৬, বাংলাদেশ, পৃ. ০১

৮. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, ''ইসমত চুগতাই, নারী স্বাধীনতা এবং...'', তীরন্দাজি, নিউজ বাংলাদেশ. কম, প্রকাশ : বুধবার ১১ মে ২০১৬, বাংলাদেশ, পৃ. ০৩

৯. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩

১০. সঞ্চারী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১১. সঞ্চারী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

১২. সঞ্চারী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-২৬৯

১৩. চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ০২

সহায়ক পত্রিকা ও গ্রন্থ :

১. কলিম খান। মৌলবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, কৌরব প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৪

২. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী। বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ, দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ভাষাবিন্যাস, আশ্বিন ১৪১৬

৩. দেশ। সাগরময় ঘোষ (সম্পাদক)। বর্ষ ৬১ সংখ্যা ১০। মার্চ ১৯৯৪

৪. সঞ্চারী সেন। নির্বাচিত গল্প : ইসমত চুগতাই। তৃতীয় উর্বী সংস্করণ। কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৭

৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ। অষ্টম মুদ্রণ। নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১

৬. www.newsbangladesh.com